

Teacher's Content

বাংলার ইতিহাসের আধুনিক যুগ-০২

☑ পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭০)

- ◆ ভাষা আন্দোলন
- ◆ ছয় দফা দাবি/কর্মসূচি
- ◆ গণ-অভ্যুত্থান

- ◆ ১৯৫৪-এর প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট
- ◆ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
- ◆ ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন

Content Discussion

ভাষা আন্দোলন

পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। পক্ষান্তরে সমগ্র পাকিস্তানে উর্দু ভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৬ ভাগ। ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর ‘তমদুন মজলিশ’ নামে অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে চালু করার দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে ‘তমদুন মজলিশ’। তমদুন মজলিশ ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু’ প্রকাশ করে। এ পুস্তিকার লেখক ছিলেন তিন জন- অধ্যাপক আবুল কাসেম, ড. কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল মনসুর আহমেদ।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান প্রথম গণপরিষদ অধিবেশনে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দু ভাষাতে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু হলে পূর্ব বাংলার গণপরিষদ সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষারূপে সরকারি স্বীকৃতির দাবি জানান।

১৯৪৮ সালের ২ মার্চ কামরুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে সরকারের ষড়যন্ত্র রোধ করার জন্য ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ থেকে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। ঐ দিন ঢাকায় বহুছাত্র আহত এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেকে গ্রেফতার হন। এজন্য ১৯৪৮-৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময়কালে প্রতি বছর ১১ মার্চ ‘ভাষা দিবস’ হিসাবে পালন করা হত।

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা দেন, উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই

হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ ২৪ মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে উপস্থিত ছাত্ররা ‘না না’ বলে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ১৯৪৯ সালে পূর্ববাংলা সরকার বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে ‘পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি’ গঠন করে। মওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন এ কমিটির সভাপতি। ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঘোষণা করেন, ‘উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে।’ ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় এক জনসভায় ঘোষণা করেন, ‘উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।’

পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারী আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক করে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি’ গঠন করা হয়। ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি’ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রোজ বৃহস্পতিবার (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮) ‘রাষ্ট্রভাষা দিবস’ পালনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সারাদেশে হরতাল কর্মসূচী পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ছাত্র আন্দোলনের ভয়ে ভীত হয়ে নুরুল আমিন সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ ধারা জারি করে এবং সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করে। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সংগঠিতভাবে ১৯৪৮ ধারা ভঙ্গ করে ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ শ্লোগান দিতে দিতে বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বরে সমবেত হয়। পুলিশ উপস্থিতি ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাদানে গ্যাস নিক্ষেপ করলে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ এক পর্যায়ে গুলি বর্ষণ করলে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে শহীদ হন।

পুলিশের গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বিশাল শোভাযাত্রা রেব হয়। এ শোভাযাত্রার উপরও পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে শফিউর রহমান মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা

আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন এবং পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নুরুল আমিন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করা হয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়-

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল	মালিক গোলাম মোহাম্মদ
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী	খাজা নাজিমউদ্দিন
পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী	নুরুল আমিন

তথ্য কণিকা

- তমদুন মজলিস গঠিত হয়- ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর।
- ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র- সাপ্তাহিক সৈনিক।
- ‘তমদুন মজলিস’ নামক সাংস্কৃতিক সংগঠন যার নেতৃত্বে গঠিত হয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাসেম।
- ‘তমদুন মজলিস’ ভাষা আন্দোলন বিষয়ক যে পুস্তিকা প্রকাশ করে- ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু’ (প্রকাশকাল ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭)।
- ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু, পুস্তিকার লেখক- ৩ জন।
- উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়- ২মার্চ, ১৯৪৮ সালে।
- ‘সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়- ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ (৩৬তম বিসিএস)।
- পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬।
- পাকিস্তান গণপরিষদ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- ৯ মে ১৯৫৪।
- ১৯৫২ সালের ‘ভাষা দিবস’ ঘোষণা করা হয়- ২১ ফেব্রুয়ারিকে।
- ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল- ৮ ফাগুন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।
- প্রথম শহীদ মিনার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়- ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি।
- প্রথম তৈরি ‘শহীদ মিনার’ উন্মোচন করেন- শহীদ শফিউরের পিতা মাহবুবুর রহমান।
- একুশের প্রথম গান ‘ভুলব না ভুলব না একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না’- এর রচয়িতা- ভাষা সৈনিক আ ন ম গাজীউল হক।
- নুরুল আমীন ১৪৪ ধারা জারি করেন- ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

- ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আমতলায় যার সভাপতিত্বে ছাত্র যুবক সবাবেশ হয়- ভাষা সৈনিক আ ন ম গাজীউল হক।
- ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন- ফিরোজ খান নূন।
- ‘উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ এ ঘোষণা দেন- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ২১ মার্চ ১৯৪৮, ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে।
- পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ‘উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ ঘোষণা দেয়- ২৬ জানুয়ারি ১৯৫২ সালে।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বিভিন্ন সময়ে গঠিত সংগ্রাম পরিষদ

নাম	তারিখ	আহ্বায়ক
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	১ অক্টোবর, ১৯৪৭	অধ্যাপক নূরুল হক ভূঞা
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ (২য় বার)	২ মার্চ, ১৯৪৮	শামসুল আলম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	১১ মার্চ, ১৯৫০	আবদুল মতিন
সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২	কাজী গোলাম মাহবুব

[তথ্যসূত্র : বাংলাদেশের ইতিহাসে ও বিশ্ব সভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি]

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্য

ধরন	সাহিত্যকর্ম	রচয়িতা
নাটক	কবর	মুনীর চৌধুরী
উপন্যাস	আরেক ফাল্লুন	জহির রায়হান
	আর্তনাদ	শওকত ওসমান
	নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি	সেলিনা হোসেন
সম্পাদিত গ্রন্থ	একুশে ফেব্রুয়ারি	হাসান হাফিজুর রহমান
চলচ্চিত্র	জীবন থেকে নেওয়া খবঃ গ্যবঃ নব ঘরমঘঃ	জহির রায়হান
কবিতা	কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি	মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী
	স্মৃতিস্তম্ভ	আলাউদ্দিন আল আজাদ

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট

১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা হলে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিরোধী দলসমূহ একটি জোট গঠনের প্রচেষ্টা নেয়। প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। এতে অংশ নেয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ (ভাসানী-মুজিব), কৃষক-প্রজা পার্টি (শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক), নেজামে ইসলামী পার্টি (মওলানা আতাহার আলী), ও বামপন্থী গণতন্ত্রী পার্টি (হাজী দানেশ)। যুক্তফ্রন্ট দলের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। যথা-

দলের সংখ্যা	যুক্তফ্রন্টে রাজনৈতিক দল	দলের সংখ্যা
১	হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ	১
২	এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক শ্রমিক পার্টি	২
৩	মওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন নেজাম-ই-ইসলামী	৩
৪	হাজী দানেশের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী গণতন্ত্রী দল	৪
৫	খিলাফতে রব্বানী পার্টি	

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল নৌকা এবং ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। একুশ দফা দাবীর প্রথম দাবী ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করা। ১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্য ২২৩ আসনে জয়লাভ করে। ১৯৫৪ সালে ৪ এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠন করে। মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হন এ.কে ফজলুল হক। শেখ মুজিবুর রহমান এই মন্ত্রিসভায় কৃষি, বন, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার মাত্র ৫৬ দিন ক্ষমতায় ছিল। পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ৩০ মে ফজলুল মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করেন।

তথ্য কণিকা

- পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের বিপক্ষে সমমনা চারটি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়- ৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সালে।

- যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়- আওয়ামী মুসলিম লীগ (মওলানা ভাসানী), কৃষক প্রজা পার্টি (এ কে ফজলুল হক), নেজাম-এ ইসলাম (মওলানা আতাহার আলী), বামপন্থী গণতন্ত্রী দল (হাজী দানেশ) নিয়ে।
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট আসন লাভ করে- মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭ টি আসনের মধ্যে ২২৩টি।
- ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়- মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির।
- ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল- যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি, মুসলিম লীগ ৯টি, খেলাফত রব্বানী ১টি ও স্বতন্ত্র ৪টি।
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালিত হয়- ২১ দফার ভিত্তিতে।
- ২১ দফা দাবির প্রথম দফা ছিল- বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি অর্জন।
- ৪ এপ্রিল ১৯৫৪ যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন- এ কে ফজলুল হক।
- যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় কৃষি, বন, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন- শেখ মুজিবুর রহমান।
- যুক্তফ্রন্ট সরকার মাত্র ৫৬ দিন ক্ষমতায় ছিল। পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ৩০ মে ফজলুল মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করেন।

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল

আসন সংখ্যা	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত আসন
মুসলিম আসন ২৩৭	যুক্তফ্রন্ট	২২৩
	মুসলিম লীগ	৯
	খেলাফত রব্বানী	১
	স্বতন্ত্র	৪
অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৭২	তফসিলি ফেডারেশন	২৭
	কংগ্রেস	২৪
	যুক্তফ্রন্ট	১৩
	কমিউনিস্ট পার্টি	৪
	বৌদ্ধ সম্প্রদায়	২
	খ্রিস্টান সম্প্রদায়	১

স্বতন্ত্র	১
মোট	৩০৯

পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র

পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র রচিত হয় ১৯৫৬ সালে। এ শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র নাম ধারণ করে। পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোকে একত্রিত করে একটি ইউনিট গঠনের ফলে এর নাম হয় ‘পশ্চিম পাকিস্তান’ এবং পূর্ব বাংলার নাম হয় ‘পূর্ব পাকিস্তান’। পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন ইক্কান্দার মীর্জা।

তথ্য কণিকা

- গণ পরিষদে ‘পাকিস্তান শাসনতন্ত্র বিল’ উত্থাপিত হয় ১৯৫৬ সালের ৮ জানুয়ারি।
- ‘পাকিস্তান শাসনতন্ত্র বিল’ উত্থাপন করেন- তৎকালীন আইনমন্ত্রী আই চন্দ্রীগড়।
- পাকিস্তান শাসনতন্ত্র বিলটি গণপরিষদে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় ২১ জানুয়ারি, ১৯৫৬ সালে।
- পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রের নাম ছিল- ইসলামী প্রজাতন্ত্র সংবিধান।
- ইসলামী প্রজাতন্ত্র সংবিধান কর্তৃক হয়- ২৩ মার্চ, ১৯৫৬।
- ইসলামী প্রজাতন্ত্র সংবিধান বাতিল হয়- ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮।

কাগমারি সম্মেলন ১৯৫৭

১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে একটি ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যা ‘কাগমারি সম্মেলন’ নামে পরিচিত। সম্মেলন সভাপতিত্ব করেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সম্মেলনের প্রধান এজেন্ডা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও বৈদেশিক নীতি। অনুষ্ঠানে মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, যদি পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ অব্যাহত থাকে তবে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানকে ‘আসসালামুআলাইকুম’ জানাতে বাধ্য হবেন।

তথ্য কণিকা

- আওয়ামী লীগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়- ‘কাগমারি সম্মেলন’।
- সম্মেলন সভাপতিত্ব করেন- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।
- প্রধান অতিথি ছিলেন- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
- সম্মেলনের প্রধান এজেন্ডা ছিল- পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও বৈদেশিক নীতি।

সামরিক শাসন জারি ১৯৫৮

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর এক ঘোষণাবলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইক্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি প্রধান সেনাপতি জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। মাত্র ২০ দিনের মাথায় তিনি প্রেসিডেন্ট ইক্কান্দার মীর্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং দেশত্যাগে বাধ্য করেন। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান নিজেকে পাকিস্তানের স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করেন।

তথ্য কণিকা

- প্রেসিডেন্ট ইক্কান্দার মীর্জা সামরিক শাসন জারি করেন- ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮।
- প্রেসিডেন্ট ইক্কান্দার মীর্জা প্রধান সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন- জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে।
- ২৭ অক্টোবর ১৯৫৮ ইক্কান্দার মীর্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন- জেনারেল আইয়ুব খান।
- ‘মৌলিক গণতন্ত্র’ নামে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করেন- জেনারেল আইয়ুব খান।
- ১৯৬০ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের আস্থা ভোটে পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট- জেনারেল আইয়ুব খান।
- প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন- ২৩ মার্চ ১৯৬০।

দ্বিতীয় সংবিধান রচনা ১৯৬২

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শাসনামলে ১৯৬২ সালে পাকিস্তানে দ্বিতীয় সংবিধান প্রণীত হয়। এ সংবিধানে পাকিস্তানকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় পাকিস্তানের রাজধানী করাচি থেকে ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয়।

তথ্য কণিকা

- আইয়ুব খান পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন- ১৯৬২ সালে।
- আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঢাকায় জনসভার আয়োজন করা হয়- পল্টন ময়দানে।
- ১৯৬২ সালের সংবিধানে পাকিস্তানকে ঘোষণা করা হয়- ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে।
- ১৯৬২ সালের সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার।
- পাকিস্তানের রাজধানী করাচি থেকে ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয়- ১৯৬২ সালে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ১৯৬৫

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দেন এবং নিজে কনভেনশন মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হন। এমতাবস্থায় অধিকাংশ বিরোধী দল মিলিত হয় ‘COP (Combined Opposition Party)’ নামে একটি সম্মিলিত জোট গঠন করে। এ জোটের প্রার্থী ছিলেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ভাগ্নী ফাতেমা জিন্নাহ। এ নির্বাচনে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রী পন্থায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

তথ্য কণিকা

- ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দেন- প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান।
- ১৯৬৫ সালের নির্বাচনকালে গঠিত বিরোধী দলগুলোর সম্মিলিত জোটের নাম- COP (Combined Opposition party)।
- মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন- আইয়ুব খান।

পাক-ভারত যুদ্ধ ১৯৬৫

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ৬ সেপ্টেম্বর শুরু হয় পাক-ভারত যুদ্ধ। ১৭ দিনব্যাপী এ যুদ্ধে বাঙালি সৈন্যরা অসম্ভব সাহসিকতা দেখায়। অতঃপর জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ উভয়পক্ষের যুদ্ধ বিরতি হয়।

তথ্য কণিকা

- প্রথম পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ২১ অক্টোবর, ১৯৪৭- ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮।
- প্রথম পাক ভারত যুদ্ধের কারণ- পাকিস্তানের ভারত অধিকৃত কাশ্মীর দখলের প্রচেষ্টা।
- দ্বিতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ৬-২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫।
- দ্বিতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ যে চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়- তাসখন্দ চুক্তি।
- তৃতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়- ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- চতুর্থ পাক-ভারত যুদ্ধ (কারগিল যুদ্ধ) সংঘটিত হয়- মে- জুলাই ১৯৯৯।
- কারগিল যুদ্ধের মূল কারণ ছিল- কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ।

ছয়-দফা দাবি বা কর্মসূচি

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোর বিরোধী দলের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার দাবি সংবলিত একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ইতিহাসে এটি ৬ দফা কর্মসূচী নামে পরিচিত। পরবর্তীতে ২৩ মার্চ, ১৯৬৬ লাহোরের এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ৬ দফা ঘোষণা করেন। ছয় দফা কর্মসূচী ঐতিহাসিক ‘লাহোর প্রস্তাব’ এর ভিত্তিতে রচিত। ছয় দফা দাবির প্রথম দাবি ছিল পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন। ছয় দফা কর্মসূচি বাঙালি জাতির ‘মুক্তির সনদ’/‘ম্যাগনাকার্টা’ হিসাবে পরিচিত। এ কর্মসূচিকে তিনি ‘পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি’ বলে অভিহিত করেন। ছয় দফা কর্মসূচি দ্রুত বাঙালি জনগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়।

□ ছয় দফা কর্মসূচিসমূহ

১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকারের ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্ররূপে গড়ে তুলবে। এতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং আইনসভাগুলো হবে সার্বভৌম। সকল নির্বাচনে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে।
২. কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র এ দুটি বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।
৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অর্থ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে এবং দু’ অঞ্চলের জন্য দুটি

স্বতন্ত্র ব্যাংক থাকবে। এ ব্যবস্থায় বিকল্পস্বরূপ দু'অঞ্চলের জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে একই মুদ্রা থাকতে পারে।

৪. সকল প্রকার কর, খাজনা ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রাজস্বের নির্দিষ্ট একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে, যা দিয়ে ফেডারেল তহবিল গড়ে ওঠবে।
৫. বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রা আঞ্চলিক ভিত্তিতে হিসাব রাখতে হবে। এক অঞ্চলের আয়কৃত অর্থ সেই অঞ্চলেই ব্যয় করতে হবে। তবে কেন্দ্র এ আয়ের একটি নির্ধারিত অংশ পাবে।
৬. অঙ্গরাজ্যগুলোর তাদের আঞ্চলিক প্রতিরক্ষার জন্য মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের অধিকার থাকবে।

তথ্য কণিকা

- যে প্রস্তাবের ভিত্তিতে ছয় দফা রচিত হয়- লাহোর প্রস্তাব
- শেখ মুজিব ছয় দফা কর্মসূচির কথা প্রথম ব্যক্ত করেন- ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬।
- ছয় দফা- বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মজুর মধ্যবিত্ত তথা আপামর মানুষের মুক্তির সনদ।
- ছয় দফা উত্থাপিত হয়েছিল- পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দীর্ঘ দিনের অনাচার ও বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হিসেবে।
- শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বিরোধী দল সম্মেলন করে- ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি।
- ঐতিহাসিক ছয় দফার প্রাধান্য পায়- জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর পূর্ব পাকিস্তানের মহামুক্তির সনদে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ছিলেন- ৩৫ জন।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি ছিলেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও গণ-অভ্যুত্থান

শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহযোগীরা ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে ভারতের আগরতলায় ষড়যন্ত্র করেছে, এমন অভিযোগ এনে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী মামলা দায়ের করে। আইয়ুব খানের

শাসনামলের এ মামলা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত। এ মামলার শিরোনাম ছিল 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য'। ১৯৬৮ সালের ৮ জানুয়ারি ঢাকায় এই মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলার মোট আসামী ছিলেন ৩৫ জন এবং প্রধান আসামী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আমির হোসেন এ মামলার খবর ফাঁস করে দেন। এ মামলার বিচারকার্যের জন্য তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি এস.এ. রহমানের নেতৃত্বে ঢাকায় একটি বিশেষ আদালত গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে এ মামলার বিচারকার্য শুরু হয়।

১৯৬৮ সালে নভেম্বরে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। আটঘাটের ছাত্র অসন্তোষ গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ঘোষিত 'ঘেরাও আন্দোলন কর্মসূচি' এর মাধ্যমে। ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৮ পাবনার ডিসির বাড়ি ঘেরাও করার মাধ্যমে 'ঘেরাও আন্দোলন কর্মসূচি' এর সূচনা ঘটে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের দটি গ্রুপ এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ নিয়ে ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি একটি সর্বদলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' (Student Action Committee SAC) গঠিত হয়। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এ সংগ্রাম পরিষদ তাদের ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচিও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ ঢাকায় মিলিত হয়ে ৮ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' (Democratic Action Committee) গঠন করে।

এই গণ আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান আসাদ এবং ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৯ নবকুমার ইনস্টিটিউটের ছাত্র মতিউর রহমান মৃত্যুবরণ করে। ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকায় শহীদ আসাদ-মতিউর দুটি উল্লেখযোগ্য নাম। শেরে বাংলা নগর ও মোহাম্মদপুরের সংযোগস্থলের আইয়ুব গেটের নাম পরিবর্তন করে 'আসাদ গেট' এবং বঙ্গভবনের সামনের উদ্যানের নাম 'মতিউর রহমান শিশু উদ্যান' করা হয়। প্রতিবছর ২০ জানুয়ারি 'শহীদ আসাদ দিবস' পালন করা হয়। ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয়। তিনদিন পর ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক ড.

শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হলে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণ-আন্দোলন দেখা দেয়। সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং অধ্যাপক শামসুজ্জোহা উভয়েই স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক হিসেবে চিহ্নিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সার্জেন্ট জহুরুল হক হল’ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘শামসুজ্জোহা হল’ তাদের স্মরণে নামকরণ করা হয়েছে।

নিজের দুর্বল অবস্থান অনুমান করতে পেরে আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি দান করে। কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ তৎকালীন রেসকোর্সের ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) এক বিশাল গণসংবর্ননা দেয়া হয় এবং ঐ দিনই ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ তাঁকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা এবং ৬ দফার ভিত্তিতে ছাত্র জনতা ঐক্যবদ্ধ হলে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণ-অভ্যুত্থান হয়।

তথ্য কণিকা

- আসাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন- ইতিহাস বিভাগের।
- শহীদ আসাদের বাড়ি- নরসিংদী জেলার হাতিরদিয়ায়।
- শহীদ আসাদ দিবস- ২০ জানুয়ারি।
- আসাদ শহীদ হন- ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯।
- উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা।
- শহীদ শামসুজ্জোহা ছিলেন- অধ্যাপক রসায়ন বিভাগ (রাবি)।
- ‘সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ গণঅভ্যুত্থানে কর্মসূচি ঘোষণা করে- এগার দফা।
- ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস- চিলেকোঠার সেপাই।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার নতুন নামকরণ ‘বাংলাদেশ’ করেন- ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ সালে।
- আসাদ গেট যে স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত- ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান।
- এগার দফা ঘোষণা হয়- ১৯৬৯ সালে।
- ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে নিহত হন- মতিউর রহমান।

- ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্বে দেন- জুলফিকার আলী ভুট্টো।

১৯৭০-এর সাধারণ ও প্রাদেশিক নির্বাচন

‘৬৯ গণঅভ্যুত্থানের ফলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আগা মুহম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ রাতে সারা দেশে দ্বিতীয় বারের মত ‘মার্শাল ল’ জারি করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণের পর জনপ্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেন। পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পরিষদ নির্বাচন হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন হয় ১৯৭০ সালের ১৭ ডিসেম্বর। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের জলোচ্ছ্বাস-দুর্গত এলাকার আসনে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

একনজরে ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের নির্বাচন ফলাফল

জাতীয় পরিষদ			
	নির্বাচিত আসন	সংরক্ষিত আসন	মোট আসন
জাতীয় পরিষদ	৩০০	১৩	৩১৩
আওয়ামী লীগের অবস্থান	১৬০	৭	১৬৭
পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ			
	নির্বাচিত আসন	সংরক্ষিত আসন	মোট আসন
প্রাদেশিক পরিষদ	৩০০	১০	৩১০
আওয়ামী লীগের অবস্থান	২৮৮	১০	২৯৮

[বি.দ্র. : জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪০টি আসনের মধ্যে একটি আসনও জয়লাভ করেনি।]

তথ্য কণিকা

- ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হয়- ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০।
- পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল- ৩১৩টি।
- পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ছিল- (সংরক্ষিত আসনসহ) ১৬৯টি।

- পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ছিল- ১৪০টি।
- পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৭ ডিসেম্বর।

- পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে আসন সংখ্যা ছিল- ৩১০টি।

Teacher Student Work

০১. তমদুন মজলিশ কোন সনে প্রতিষ্ঠিত?

- ক. ১৯৪৬ খ. ১৯৪৭
গ. ১৯৪৮ ঘ. ১৯৫০

০২. ভাষা আন্দোলনের একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে খ্যাত-

- ক. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা খ. জিতেন ঘোষ
গ. মুহম্মদ আব্দুল হাই ঘ. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

০৩. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলার ইতিহাসে কি জন্য বিখ্যাত?

- ক. কবি খ. স্বাধীনতা সংগ্রামী
গ. বিশিষ্ট লেখক ঘ. বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ

০৪. দেশের বাইরে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয় কোথায়?

- ক. ওমান খ. রোম
গ. টরেন্টো ঘ. টাকিও

০৫. কত সালে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়?

- ক. ১৯৪৮ সালে খ. ১৯৫০ সালে
গ. ১৯৫২ সালে ঘ. ১৯২০ সালে

০৬. ১৯৪৮-৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময়কালে প্রতি বছর 'ভাষা দিবস' বলে একটি দিন পালন করা হত। কোন তারিখে?

- ক. ৩০ জানুয়ারি খ. ২৬ ফেব্রুয়ারি
গ. ১১ মার্চ ঘ. ২১ এপ্রিল

০৭. ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তৎকালীন পাকিস্তানের একজন নেতা ঘোষণা করেন 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' কে এই নেতা?

- ক. খাজা নাজিম উদ্দিন খ. লিয়াকত আলী খান
গ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ. আইয়ুব খান

০৮. ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?

- ক. খাজা নাজিমউদ্দিন খ. লিয়াকত আলী খান
গ. নুরুল আমিন ঘ. গোলাম মোহাম্মদ

০৯. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃভাষার মান রক্ষা করেন শহীদ জব্বার, রফিক, বরকত, সালাম; ঐ দিনটি ছিল ফাল্গুন মাসের-

- ক. ৬ খ. ৮
গ. ১০ ঘ. ১২

১০. কে ভাষা শহীদ নন?

- ক. নূর হোসেন খ. রফিক
গ. জব্বার ঘ. সালাম

১১. আসাদ গেট কোন স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয়?

- ক. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
খ. ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন
গ. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ
ঘ. ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান

১২. পূর্ব বাংলা যুক্তফ্রন্ট কতসালে গঠন করা হয়?

- ক. ১৯৫৩ সালে খ. ১৯৫৪ সালে

- গ. ১৯৫৫ সালে ঘ. ১৯৫৬ সালে
১৩. পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?
- ক. ১৯৮২ সালে খ. ১৯৫৪ সালে
- গ. ১৯৫৬ সালে ঘ. ১৯৫৭ সালে
১৪. পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে কতটি আসন ছিল?
- ক. ২৫০টি খ. ১৭৫ টি
- গ. ৩০০টি ঘ. ৩১০টি
১৫. পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর নাম কী?
- ক. এ কে ফজলুল হক খ. মুহম্মদ আলী
- গ. ইফান্দার মির্জা ঘ. খাজা নাজীমউদ্দীন
১৬. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণা কত দফার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়?
- ক. ১০ দফা খ. ১৬ দফা
- গ. ২১ দফা ঘ. ২৬ দফা

১৭. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কোন দল জয়লাভ করে?
- ক. মুসলিম লীগ খ. কংগ্রেস
- গ. ন্যাপ ঘ. যুক্তফ্রন্ট
১৮. ১৯৭১ সালে কততম পাক-ভারত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়?
- ক. ১ম খ. ২য়
- গ. ৩য় ঘ. ৪র্থ
১৯. যুক্তফ্রন্টে (১৯৫৪) রাজনৈতিক দলের সংখ্যা-
- ক. চার খ. পাচ
- গ. তিন ঘ. ছয়
২০. ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টভূক্ত রাজনৈতিক দল নয়-
- ক. আওয়ামী মুসলীম লীগ খ. কৃষক প্রজা পার্টি
- গ. নেজামে ইসলাম ঘ. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

Previous Question

০১. আওয়ামী লীগের ৬-দফা পেশ করা হয়েছিল- [৪০তম বিসিএস]
- ক. ১৯৬৬ সালে খ. ১৯৬৭ সালে
- গ. ১৯৬৮ সালে ঘ. ১৯৬৯ সালে
০২. বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মোট আসামী সংখ্যা ছিল কত জন? [৪৪তম বিসিএস]
- (ক) ৩৪ জন (খ) ৩৫ জন
- (গ) ৩৬ জন (ঘ) ৩২ জন
০৩. 'Let there be Light'-বিখ্যাত ছবিটি পরিচালনা করেন- [৪১তম বিসিএস]
- ক. আমজাদ হোসেন খ. জহির রায়হান
- গ. খান আতাউর রহমান ঘ. শেখ নিয়ামত আলী
০৪. ৬ দফা দাবি কোথায় উত্থাপিত হয়? [৪৫তম, ২২তম, ১৮তম বিসিএস]
- ক. ঢাকা খ. লাহোর
- গ. দিল্লি ঘ. চট্টগ্রাম
০৫. আওয়ামী লীগের ছয় দফা কোন সালে পেশ হয়েছিল? [৪০, ৩৬ তম বিসিএস]
- ক. ১৯৬৫ সালে খ. ১৯৬৬ সালে
- গ. ১৯৬৭ সালে ঘ. ১৯৬৮ সালে

০৬. ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবির প্রথম দাবি কী ছিল? [২১ তম বিসিএস ও ২৮তম বিসিএস]
- ক. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
- খ. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা
- গ. পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ
- ঘ. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি স্বত্বের উচ্ছেদ সাধন
০৭. পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিক পরিষদের ধারা বিবরণীতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি কে প্রথম করেছিলেন? [২৪তম বিসিএস]
- ক. আবুল হাশেম
- খ. শেখ মুজিবুর রহমান
- গ. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
- ঘ. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
০৮. পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রথম দাবী উত্থাপন করেন কে? [৩৫ তম বিসিএস]
- ক. আব্দুল মতিন
- খ. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
- গ. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
- ঘ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
০৯. ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? [১৩তম বিসিএস]

ক. খাজা নাজিম উদ্দিন
গ. লিয়াকত আলী কান

খ. নুরুল আমিন
ঘ. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ

১০. ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা করা হয় ১৯৬৬ সালের
[৩৮তম বিসিএস]

ক. ফেব্রুয়ারিতে
গ. জুলাই মাসে

খ. মে মাসে
ঘ. আগস্টে

১১. কিসের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন হয়েছিল?
[৩৮তম বিসিএস]

ক. দ্বি-জাতি তত্ত্ব
গ. অসাম্প্রদায়িকতা

খ. সামাজিক চেতনা
ঘ. বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ

১২. ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্ত ছিলেন না—
[৩৮তম বিসিএস]

ক. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক
খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
ঘ. নবাব স্যার সলিমুল্লাহ

উত্তরমালা

০১	ক	০২	খ	০৩	খ	০৪	খ	০৫	খ
০৬	খ	০৭	ঘ	০৮	খ	০৯	ক	১০	ক
১১	ঘ	১২	ঘ						

Practice Question

০১. ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনের পর কে পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হন?

ক. নুরুল আমিন
গ. এ. কে ফজলুল হক

খ. আতাউর রহমান খান
ঘ. আবু হোসেন সরকার

০২. ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবীর প্রথম দাবি কি ছিল?

ক. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

খ. পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ

গ. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা

ঘ. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী স্বত্ত্বের উচ্ছেদ সাধন

০৩. পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র কবে প্রথম প্রবর্তিত হয়?

ক. ১৯৪৭ খ. ১৯৫২ গ. ১৯৫৪ ঘ. ১৯৫৬

০৪. পূর্ববঙ্গের নাম কখন পূর্ব পাকিস্তান করা হয়?

ক. ১৯৪৭ খ. ১৯৬২ গ. ১৯৫৬ ঘ. ১৯৫২

০৫. কাগমারি সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

ক. রোজ গার্ডেনে

খ. মুন্সিগঞ্জে

গ. সন্তোষে

ঘ. সুনামগঞ্জে

০৬. কাগমারি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়—

ক. ১৯৫৪ খ. ১৯৫৬ গ. ১৯৫৭ ঘ. ১৯৬১

০৭. ঐতিহাসিক ‘কাগমারি সম্মেলনে’ নেতৃত্বদানকারী নেতার নাম কী?

ক. স্যার সলিমুল্লাহ

খ. শহীদ তিতুমীর

গ. মাওলানা ভাসানী

ঘ. সোহরাওয়ার্দী

০৮. প্রাক্তন পাকিস্তানকে বিদায় জানাতে ‘আসসালামুআলাইকুম’ জানিয়েছিলেন কে?

ক. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

খ. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

গ. শেখ মুজিবুর রহমান

ঘ. শের-এ বাংলা এ. কে ফজলুল হক

০৯. কোন সালে পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করে?

ক. ১৮৫৪

খ. ১৯৫৬

গ. ১৯৫৮

ঘ. ১৯২

১০. পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে মার্শাল ল জারি হলে ক্ষমতায় বসেন—

ক. আইয়ুব খান

খ. ইয়াহিয়া খান

গ. টিক্কা খা

ঘ. নূর খান

১১. পাক-ভারত প্রথম যুদ্ধ কত সালে শুরু হয়?

ক. ১৯৬৫ সালে

খ. ১৯৬৯ সালে

গ. ১৯৬৩ সালে

ঘ. ১৯৭০ সালে

১২. বাংলাদেশের ইতিহাসে নিচের কোন ঘটনাটি প্রথম ঘটেছিল—

ক. আওয়ামী লীগের ছয় দফা ঘোষণা

খ. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

গ. ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ

ঘ. উনিশ দফা আন্দোলন

১৩. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় কবে?

ক. ১ জানুয়ারি

খ. ২ জানুয়ারি

গ. ৮ জানুয়ারি

ঘ. ৪ জানুয়ারি

১৪. ‘ছয় দফা’ কোন তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল?

ক. ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪

খ. ২০ এপ্রিল ১৯৬২

গ. ২২ মার্চ ১৯৫৮

ঘ. ২৩ মার্চ ১৯৬৬

১৫. ঐতিহাসিক ‘ছয় দফা’ কে ঘোষণা করেন?

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ. এ. কে. ফজলুল হক গ. মাওলানা ভাসানী

১৬. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কতজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়?

ক. ৩৫ জন খ. ৪৪ জন
গ. ৫৪ জন ঘ. ২৪ জন

১৭. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবে ছয় দফা ঘোষণা করেন?

ক. ১০ জানুয়ারি ১৯৬৬ খ. ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
গ. ২১ মার্চ ১৯৬৬ ঘ. ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

১৮. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান দিবস কোনটি?

ক. ২৪ জানুয়ারি খ. ১৫ ফেব্রুয়ারি
গ. ২১ মার্চ ঘ. ২৫ মার্চ

১৯. শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয় কবে?

ক. ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ খ. ২৫ জানুয়ারি ১৯৭০
গ. ৭ মার্চ ১৯৭১ ঘ. ২৬ জানুয়ারি ১৯৭০

২০. সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদের কয় দফা দাবী ছিল?

ক. ১৭ দফা খ. ১১ দফা
গ. ২১ দফা ঘ. ১৯ দফা

২১. বাংলাদেশ নামকরণ করা হয় কবে?

ক. ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ খ. ৮ ডিসেম্বর ১৯৬৯
গ. ৯ ডিসেম্বর ১৯৬৯ ঘ. ৯ ডিসেম্বর ১৯৬৮

২২. আসাদ কবে শহীদ হন?

ক. ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারী
খ. ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি
গ. ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি
ঘ. ১৯৬৯ ২৩ ফেব্রুয়ারি

২৩. আসাদ গेट কোন স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয়?

ক. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
খ. ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন
গ. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ
ঘ. ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান

উত্তরমালা

০১	গ	০২	গ	০৩	ঘ	০৪	গ	০৫	গ
০৬	গ	০৭	গ	০৮	খ	০৯	গ	১০	ক
১১	ক	১২	ক	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ক
১৬	ক	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ক	২০	খ
২১	ক	২২	ক	২৩	ঘ				

Self Study

জাতীয় বিষয়াবলি

এক নজরে জাতীয় বিষয়

- জাতীয় ভাষা- বাংলা
- জাতীয় সঙ্গীত- আমার সোনার বাংলা (প্রথম ১০ চরণ)
- জাতীয় পাখি- দোয়েল
- জাতীয় ফুল- শাপলা
- জাতীয় পশু- রয়েল বেঙ্গল টাইগার
- জাতীয় বন- সুন্দরবন
- জাতীয় বৃক্ষ- আম গাছ
- জাতীয় চিড়িয়াখানা- বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা (মিরপুর)
- জাতীয় সংবাদ সংস্থা- বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা
- জাতীয় ফল- কাঁঠাল
- জাতীয় মাছ- ইলিশ
- জাতীয় বিমানবন্দর- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।
- জাতীয় মসজিদ- বায়তুল মোকাররম

- জাতীয় গ্রন্থাগার- শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- জাতীয় যাদুঘর- জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা।
- জাতীয় পতাকা- সবুজের মাঝে লাল বৃত্ত।
- জাতীয় কবি- কাজী নজরুল ইসলাম
- জাতীয় পার্ক- শহীদ জিয়া শিশু পার্ক
- জাতীয় খেলা- কাবাডি
- জাতীয় স্মৃতিসৌধ- সম্মিলিত প্রয়াস
- জাতীয় দিবস- ২৬ মার্চ
- জাতীয় স্টেডিয়াম- বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম

জাতীয় প্রতীক ও রাষ্ট্রীয় মনোতাম

- বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকের ডিজাইনার- কামরুল হাসান।
- জাতীয় প্রতীক ব্যবহারের অধিকারী- রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী।
- জাতীয় প্রতীক সম্পর্কে সংবিধানের যে অনুচ্ছেদ বর্ণনা আছে- ৪(৩) অনুচ্ছেদ।
- বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক- উভয় পার্শ্বে ধানের শীষ বেষ্টিত পানিতে ভাসমান জাতীয় ফুল, শাপলা, তার শীষদেশে

পাটগাছের তিনটি পরস্পরযুক্ত পাতা, তার উভয় পার্শ্বে দুটি করে তারকা।

- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম- লাল রঙের বৃত্তের মাঝে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র। বৃত্তের ওপর দিকে লেখা ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ’, নিচে লেখা ‘সরকার’ এবং বৃত্তের দু’পাশে দুটি করে মোট ৪টি তারকা।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মনোগ্রামের ডিজাইনার- এ এন এ সাহা।

জাতীয় পতাকা

- জাতীয় পতাকার নকশা প্রথম তৈরি করেন- শিব নবায়ণ দাস।
- বর্তমান জাতীয় পতাকার নকশাকার- পটুয়া কামরুল হাসান।
- শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন- ধানমন্ডিস্থ নিজ বাসভবনে ২৩ মার্চ ১৯৭১ (উল্লেখ্য, একই দিনে বাংলাদেশের সর্বত্র পতাকা উত্তোলন করা হয়।)
- বাংলাদেশের বাইরে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়- কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনে।
- কলকাতাস্থ হাইকমিশনে যিনি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন- ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনারের প্রধান জনাব এম. হোসেন আলী।
- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রঙ- গাঢ় সবুজের মাঝে লাল বৃত্ত।
- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সাথে মিল রয়েছে- জাপান ও পালাউ এর জাতীয় পতাকার।
- জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্থম উত্তোলন করা হয়- ৩ মার্চ ১৯৭১।
- ২০০৬ সালে বিবিসির শ্রোতা জরিপে শ্রেষ্ঠ বাংলা গান নির্বাচিত হয়- বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কীত।
- কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীতের- প্রথম ৪ চরণ বাজানো হয় (৩৬ তম বিসিএস)।
- জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম ইংরেজি অনুবাদক- সৈয়দ আলী আহসান।
- ‘আমার সোনার বাংলা’ কবিতাটিতে চরণ আছে- ২৫টি।

রণসঙ্গীত

- বাংলাদেশের রণসঙ্গীতের রচয়িতা ও সুরকার- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম।
- বাংলাদেশের রণসঙ্গীত প্রথম যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়- বাংলা ১৩৩৫ সালে; ‘শিখা’ পত্রিকায়।
- যে শিরোনামে রণসঙ্গীত প্রকাশিত হয়- নতুনের গান।
- উৎসব অনুষ্ঠানে রণসঙ্গীতের চরণ বাজানো হয়- ২১ চরণ বা লাইন।

ক্রীড়া সঙ্গীত ও জাতীয় খেলা

- বাংলাদেশের ক্রীড়া সঙ্গীতের রচয়িতা- সেলিমা রহমান।

- বাংলাদেশের ক্রীড়া সঙ্গীতের সুরকার- খন্দকার নূরুল আলম।
- বাংলাদেশের ক্রীড়া সঙ্গীত- ১০ চরণ বিশিষ্ট।
- বাংলাদেশের জাতীয় খেলা- কাবাডি।
- হা-ডু-ডু খেলাকে ‘কাবাডি’ নামকরণ করা হয়- ১৯৭২ সালে।
- কাবাডিকে জাতীয় খেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়- ১৯৭২ সালে।

জাতীয় ফুল, ফল, বৃক্ষ

- সাদা রঙের শাপলা ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম- *Nymphaea nauchallia*.
- বাংলাদেশের জাতীয় ফুলের নাম- শাপলা।
- শাপলা ফুলের ইংরেজি নাম- Water Lily
- বাংলাদেশের জাতীয় ফল- কাঁঠাল
- কাঁঠাল গাছের বৈজ্ঞানিক নাম- *Artocarpus heterophyllus*
- বাংলাদেশের জাতীয় বৃক্ষ- আম গাছ।
- আম গাছকে জাতীয় বৃক্ষ ঘোষণা করা হয়- ১৫ নভেম্বর ২০১০।
- আম বা আম গাছের বৈজ্ঞানিক নাম- *Mangifera indica*

জাতীয় পাখি, মাছ, প্রাণী

- বাংলাদেশের জাতীয় পাখি- দোয়েল।
- দোয়েল পাখি বাচে- ১৫ বছর পর্যন্ত।
- দোয়েল পাখির বৈজ্ঞানিক নাম- *Copsychus saularis*
- বাংলাদেশের জাতীয় মাছ- ইলিশ মাছ।
- ইলিশ মাছের বৈজ্ঞানিক নাম- *Tenualosa ilisha*
- বাংলাদেশের জাতীয় পশুর নাম- রয়েল বেঙ্গল টাইগার।
- রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বৈজ্ঞানিক নাম- *Panthera tigris*
- বাংলাদেশের রয়েল বেঙ্গল টাইগার পাওয়া যায়- সুন্দরবনে।

জাতীয় বন ও চিড়িয়াখান

- বাংলাদেশের জাতীয় বন- সুন্দরবন।
- সুন্দরবন বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায়- ৭৯৮তম। [প্রচলিত তথ্যে ৫২২তম]
- পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন- সুন্দরবন।
- ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে- ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর।

- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় টাইডাল (শ্রোতজ) বন- সুন্দরবন।
- বাংলাদেশের জাতীয় চিড়িয়াখানা- বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা (মিরপুর)।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম চিড়িয়াখানার অবস্থান- মিরপুর, ঢাকা।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম চিড়িয়াখানার নাম- বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা।
- ঢাকা চিড়িয়াখানা মিরপুরে স্থানান্তর করা হয়- ১৯৭৪ সালে (পূর্বে ছিল হাইকোর্ট চত্বরে)।
- ঢাকা চিড়িয়াখানার বর্তমান নাম- বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা।
- বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

জাতীয় মসজিদ

- বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদের নাম- বায়তুল মোকাররম মসজিদ।
- বায়তুল মোকাররম মসজিদকে জাতীয় মসজিদ ঘোষণা করা হয়- ১৯৮২ সালে।
- বায়তুল মোকাররম মসজিদের বর্তমান খতিব- অধ্যক্ষ মাওলানা সালাউদ্দিন (২০০৯-বর্তমান)।
- বায়তুল মোকাররম মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়- ২৭ জানুয়ারি ১৯৬০।
- বায়তুল মোকাররম মসজিদের স্থাপতি- পাকিস্তানের স্থপতি আবুল হুসাইন খারিয়ানি।
- জাতীয় মসজিদে প্রথম নামাজ অনুষ্ঠিত হয়- ২৫ জানুয়ারি ১৯৬৩।
- বায়তুল মোকাররম মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করে- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (২৮ মার্চ ১৯৭৫ থেকে)।
- বায়তুল মোকাররম মসজিদ কমপ্লেক্সটির মোট জমির পরিমাণ- ৮.৩০ একর।

জাতীয় কবি

- কাজী নজরুল ইসলামকে কলকাতা থেকে স্থায়ীভাবে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়- ২৪ মে ১৯৭২ [সূত্র: বঙ্গভবনের শতবর্ষ, পৃ. ৬৫]

- কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা প্রদান করা হয়- ২ মে ১৯৭২ [সূত্র: বঙ্গভবনের শতবর্ষ, পৃ. ৬৫]
- কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়- ১৯৭৬ সালে।
- বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম।
- কবি নজরুল ইন্তেকাল করেন- ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ (১২ ভাদ্র ১৩৮৩ বাংলা)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবি নজরুল ইসলামকে সম্মানসূচক ডি লিট উপাধিতে ভূষিত করে- ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪।

জাতীয় জাদুঘর

- জাতীয় জাদুঘরভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকার নাম- জাদুঘর সমাচার।
- জাতীয় জাদুঘর অবস্থিত- শাহবাগ, ঢাকা।
- জাতীয় জাদুঘরের পূর্বনাম- ঢাকা জাদুঘর [প্রতিষ্ঠিত হয় ২০ মার্চ ১৯১৩ সালে (আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ৭ আগস্ট ১৯১৩)]।
- ঢাকা জাদুঘরের নাম পরিবর্তন করে 'জাতীয় জাদুঘর' উদ্বোধন করা হয়- ১৯৮৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর।
- জাতীয় জাদুঘরের স্থপতি- মোস্তফা কামাল।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

- জাতীয় স্মৃতিসৌধ অবস্থিত- সাভারের নবীনগরে।
- জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২।
- জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি- সৈয়দ মাইনুল হোসেন।
- স্মৃতিসৌধটির ফলকের সংখ্যা- ৭টি।
- সাতটি ফলকের তাৎপর্য- ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের ৭টি পর্যায়ের রূপক ইঙ্গিত নির্দেশক।
- জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

জাতীয় দিবস, বর্ষ ও দশক

- জাতীয় গ্রন্থ দিবস- ১ জানুয়ারি
- জাতীয় সমাজসেবা দিবস- ২ জানুয়ারি
- বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস- ১০ জানুয়ারি
- জাতীয় শিক্ষক দিবস- ১৯ জানুয়ারি
- শহীদ আসাদ দিবস- ২০ জানুয়ারি
- জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস- ২৩ জানুয়ারি

- গণঅভ্যুত্থান দিবস- ২৪ জানুয়ারি
- জনসংখ্যা দিবস- ২ ফেব্রুয়ারি
- সুন্দরবন দিবস- ১৪ ফেব্রুয়ারি
- শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস- ২১ ফেব্রুয়ারি
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দিবস- ২২ ফেব্রুয়ারি
- পিলখানা হত্যা দিবস- ২৫ ফেব্রুয়ারি
- জাতীয় পতাকা উত্তোলন দিবস- ২ মার্চ
- জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলা দিবস- ৩১ মার্চ
- জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস- এপ্রিল মাসের প্রথম বুধবার
- মুজিবনগর দিবস- ১৭ এপ্রিল
- কুরআন দিবস- ১১ মে
- ফারাক্কা লং মার্চ দিবস- ১৬ মে
- পলাশী দিবস- ২৩ জুন
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস- ১ জুলাই
- জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস- ৩ জুলাই
- মুসক দিবস- ১০ জুলাই
- জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস- ৯ আগস্ট
- জাতীয় ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস- ২৮ ফেব্রুয়ারি
- ডেঙ্গু প্রতিরোধ দিবস- ১৫ আগস্ট
- জাতীয় আয়কর দিবস- ১৫ সেপ্টেম্বর
- জাতীয় শিক্ষা দিবস- ১৭ সেপ্টেম্বর
- মীনা দিবস- ২৪ সেপ্টেম্বর
- রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দিবস- ৭ মার্চ
- রাষ্ট্রভাষা দিবস- ১১ মার্চ
- জাতীয় শিশু দিবস- ১৭ মার্চ
- স্বাধীনতার সশস্ত্র প্রতিরোধ দিবস- ১৯ মার্চ
- ছয় দফা দিবস- ২৩ মার্চ
- কালো রাত দিবস- ২৫ মার্চ
- স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস- ২৬ মার্চ
- জাতীয় কন্যাশিশু দিবস- ৩০ সেপ্টেম্বর
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস- ২০ অক্টোবর
- জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস- ২২ অক্টোবর
- জাতীয় সমবায় দিবস- নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার
- জাতীয় কৃষি নিয়ন্ত্রণ দিবস- ১ নভেম্বর
- জাতীয় মরণোত্তর চক্ষু ও স্বেচ্ছায় রক্তদান দিবস- ২ নভেম্বর
- জেল হত্যা দিবস- ৩ নভেম্বর

- সংবিধান- ৪ নভেম্বর
- জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস- ৭ নভেম্বর
- শহীদ নূর হোসেন দিবস- ১০ নভেম্বর
- দুর্যোগ দিবস- ১২ নভেম্বর
- জাতীয় কৃষি দিবস- ১৫ নভেম্বর (১ অগ্রহায়ণ)
- সশস্ত্র বাহিনী দিবস- ২১ নভেম্বর
- মুক্তিযোদ্ধা দিবস- ১ ডিসেম্বর
- বাংলা একাডেমি দিবস- ৩ ডিসেম্বর
- জাতীয় যুব দিবস- ৮ ডিসেম্বর
- বেগম রোকেয়া দিবস- ৯ ডিসেম্বর
- শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস- ১৪ ডিসেম্বর
- বিজয় দিবস- ১৬ ডিসেম্বর
- বাংলা ব্লগ দিবস- ১৯ ডিসেম্বর

বাংলাদেশের বর্ষ

- বিনিয়োগ বর্ষ - ১৯৯৭
- জাতীয় গ্রন্থ বর্ষ- ২০০২
- সুশিক্ষা ও গ্রন্থাগার বর্ষ- ২০০৩
- শিশুসাহিত্য বর্ষ- ২০০৪
- বিজ্ঞান গ্রন্থ বর্ষ- ২০০৫
- প্রযুক্তি গ্রন্থ বর্ষ- ২০০৬
- পর্যটন বর্ষ- ২০১১

বাংলাদেশের দশক

- শিশু অধিকার দশক- ২০০১-২০১০

জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস

- বাংলাদেশের জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস- ২৬ মার্চ।
- ২৬ মার্চকে স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করা হয়- ৩ অক্টোবর ১৯৮০।

বিজয় দিবস

- বাংলাদেশের বিজয় দিবস- ১৬ ডিসেম্বর।
- প্রত্যুষে বিজয় দিবসের সূচনা করা হয়- ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে।

শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

- শহীদ ও আন্তর্জাতিক দিবস- ২১ ফেব্রুয়ারি।
- ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে- ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯।

- Previous Question**

ক. ভারত খ. মিসর
গ. জাপান ঘ. থাইল্যান্ড

২২. বাংলাদেশের জাতীয় কবির নাম-

- ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. শামসুর রাহমান ঘ. আল মাহমুদ

২৩. বাংলাদেশের জাতীয় খেলা-

- ক. ফুটবল খ. ক্রিকেট
গ. হা-ডু-ডু ঘ. হকি

২৪. জাতীয় বৃক্ষমেলা শুরু হয়-

- ক. ১৯৯৪ সালে খ. ১৯৯৫ সালে
গ. ১৯৯৬ সালে ঘ. ১৯৯২ সালে

২৫. বাংলাদেশের ক্রীড়া সঙ্গীতের সুরকারের নাম কি?

- ক. সেলিনা রহমান খ. নজরুল ইসলাম
গ. খন্দকার নুরুল আলম ঘ. সুবল দাস

২৬. জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় কখন?

- ক. ১৯৭৫ সালে খ. ১৯৭৬ সালে
গ. ১৯৭৭ সালে ঘ. ১৯৯০ সালে

২৭. বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কোন সালের কত তারিখে পরলোকগমন করেন?

- ক. ১৯৭২ সালের ১৪ আগস্ট
খ. ১৯৭৪ সালের ০২ জানুয়ারী
গ. ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট
ঘ. ১৯৭৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি

২৮. বাংলাদেশের জাতীয় দিবস কবে? [৩৩তম, ২৪তম (বাতিল) বিসিএস]

- ক. ১৬ ডিসেম্বর খ. ৭ মার্চ
গ. ২৬ মার্চ ঘ. ১৭ এপ্রিল

২৯. বাংলাদেশের শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস-

[১৯তম, ১৩তম ও ১১তম বিসিএস]

- ক. ১৪ ডিসেম্বর খ. ১৬ ডিসেম্বর
গ. ২১ ডিসেম্বর ঘ. ২৩ ডিসেম্বর

৩০. নিম্নের কোন দিবসটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনের সাথে সম্পর্কযুক্ত?

- ক. বিশ্ব নারী দিবস খ. জাতীয় শিশু দিবস
গ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
ঘ. বিশ্ব পরিবেশ দিবস

৩১. বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন কোন তারিখ?

- ক. ৩ মার্চ খ. ৭ মার্চ
গ. ১৭ মার্চ ঘ. ২৬ মার্চ

৩২. জাতীয় শিশু দিবস কবে পালিত হয়?

- ক. ১৭ মার্চ খ. ১৭ অক্টোবর
গ. ২৭ মার্চ ঘ. ২৭ অক্টোবর

৩৩. জেলহত্যা দিবস কবে?

- ক. ১ ডিসেম্বর খ. ৬ জানুয়ারি
গ. ৩ জানুয়ারি ঘ. ৩ নভেম্বর

৩৪. বাংলাদেশ সরকার কোন সময়কালকে জাতীয় 'শিশু অধিকার দশক' হিসেবে ঘোষণা করেছিল?

- ক. ১৯৭১ থেকে ১৯৮০ সালকে খ. ১৯৮১ থেকে ১৯৯০ সালকে
গ. ১৯৯১ থেকে ২০০০ সালকে ঘ. ২০০১ থেকে ২০১০ সালকে

৩৫. বাংলাদেশের সংস্কৃতির অন্যতম অংশ বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন। নিচের কোনটি সর্বজনস্বীকৃত প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক?

- ক. বৈশাখী মেলা খ. একুশে ফেব্রুয়ারি
গ. স্বাধীনতা দিবস ঘ. ঈদ উৎসব

৩৬. ১ ডিসেম্বরকে জাতীয়ভাবে কি দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে?

- ক. মা দিবস খ. শিক্ষক দিবস
গ. মুক্তিযুদ্ধ দিবস ঘ. মুক্ত সাংবাদিকতা দিবস

৩৭. ২০০৫ সালকে বাংলাদেশ কি বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে?

- ক. বিজ্ঞান গ্রন্থবর্ষ খ. সুশিক্ষা বর্ষ
গ. গ্রন্থাগার বর্ষ ঘ. উন্নয়ন বর্ষ

৩৮. জাতীয় কন্যাশিশু দিবস বাংলাদেশে কবে পালন করা হয়?

- ক. ১ সেপ্টেম্বর খ. ১৫ সেপ্টেম্বর
গ. ৩০ সেপ্টেম্বর ঘ. ৩১ সেপ্টেম্বর

উত্তরমালা

০১	খ	০২	খ	০৩	ক	০৪	খ	০৫	ঘ
০৬	ঘ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	ক	১০	খ
১১	গ	১২	খ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	ঘ
১৬	গ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	খ	২০	খ
২১	গ	২২	ক	২৩	গ	২৪	ক	২৫	গ
২৬	গ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	খ
৩১	গ	৩২	ক	৩৩	ঘ	৩৪	ঘ	৩৫	ক
৩৬	গ	৩৭	ক	৩৮	গ				

